Sanatan Dharma

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ
“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বজি উচ্যতে। বদে পাঠী ভবদ্বেপ্রিঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ”।।
অর্থাৎ, “জন্মমাত্রেই সবাই শূদ্র। সংস্কারে দ্বজি পদবাচ্য হয়। বদে পাঠেই বপ্রি হন এবং ব্রহ্মকে জানলেই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য”।
ব্রাহ্মণ শব্দটা এসছে ব্রহ্ম থকে,এক অর্থে, যার রয়ছে ব্রহ্মজ্ঞান সইে ব্রাহ্মণ।বর্ণপ্রথা পাকাপোক্ত হয়ে সনাতন ধর্মে চপেে বসার আগে ব্রাহ্মণ হতে পারতনে যে কউে। মহাভারতরে শান্তপির্বে উল্লখিতি হয়ছে যে, ব্রহ্মা প্রথমে সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় করছেলিনে, পরে কর্মানুসারে সকলে নানা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; কউে হয় ব্রাহ্মণ, কউে ক্ষত্রযি, কউে বশৈ্য এবং কউে বা শূদ্র। মহাভারতে আরও বলা হয়ছে যে, যনিি সদাচারী ও সর্বভূতে মত্রিভাবাপন্ন, যনিি সন্তোষকারী, সত্যবাদী, জতিনেদ্রযি ও শাস্ত্রজ্ঞ, তনিইি ব্রাহ্মণ; অর্থাৎ গুণ ও কর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণরে সৃষ্টি, জন্মানুসারে নয়।

Published on: Aug, 11 2023 14:19